এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ৪, সাপ্তাহিক ২৬ এপ্রিল ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 26 April. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 4, Rs. 2

প্রথম দফার ভোটে রেকর্ড অংশগ্রহণ, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে ইতিহাস গড়া ভোটের হার

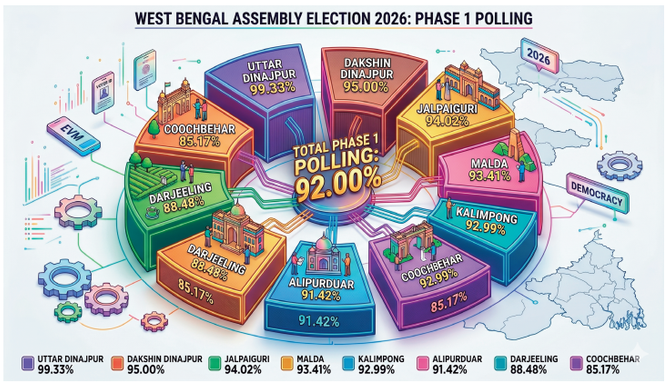

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর প্রথম দফায় বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে নজিরবিহীন ভোটদানের ছবি সামনে এল। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, স্বাধীনতার পর এই দুই রাজ্যে এত উচ্চ হারে ভোটগ্রহণ এর আগে কখনও দেখা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটে প্রায় ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা একটি উল্লেখ যোগ্য রেকর্ড। অন্যদিকে তামিলনাড়ুতেও ভোটদানের হার পৌঁছেছে ৮৪.৪১ শতাংশে। রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক ভোট পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, যেখানে শতাংশের হিসেবে তা ছুঁয়েছে ৯৫। বিপরীতে, সবচেয়ে কম ভোটের হার লক্ষ্য করা গেছে কালিম্পং জেলায়, যেখানে ভোট পড়েছে ৮২.৯৯ শতাংশ। এই দফায় পশ্চিমবঙ্গের ১৫২টি বিধানসভা আসনের অন্তর্গত মোট ৪৪,৩৭৬টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সামগ্রিকভাবে গড় ভোটের হার দাঁড়িয়েছে ৯২ শতাংশের কাছাকাছি। নির্বাচন প্রক্রিয়া মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলেই জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালা। উল্লেখযোগ্য কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহারে ৯৫.১৭ শতাংশ, আলিপুরদুয়ারে ৯১.৪২ শতাংশ, জলপাইগুড়িতে ৯৪.০২ শতাংশ, দার্জিলিংয়ে ৮৮.৪৮ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৯৩.৩৩ শতাংশ এবং মালদায় ৯৩.৪১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির চিত্রও যথেষ্ট ইতিবাচক। মুর্শিদাবাদে ৯৩.৩২ শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুরে ৯০.৬৪ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯১.৯৭ শতাংশ, বীরভূমে ৯৪.১৯ শতাংশ, বাঁকুড়ায় ৯১.৭৬ শতাংশ, পশ্চিম বর্ধমানে ৮৯.৮২ শতাংশ, ঝাড়গ্রামে ৯২.০৪ শতাংশ এবং পুরুলিয়ায় ৯০.২৮ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে।

সব মিলিয়ে, এবারের প্রথম দফার নির্বাচন উচ্চ ভোটার উপস্থিতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনার এক শক্তিশালী প্রকাশ হিসেবে ধরা দিল।

নির্বাচনী ড্রাই ডে ভোটের আগে ও গণনার দিন মদ নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভোটের পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখ তে নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কঠোর নির্দেশ জারি করেছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচন উপলক্ষে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে 'ড্রাই ডে' ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রেস নোট অনুসারে, আসাম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল ২০২৬, বৃহস্পতিবার এবং পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোট হবে, ২৯ এপ্রিল ২০২৬, বুধবার। সব রাজ্যের ভোট গণনা একসঙ্গে হবে ৪ মে ২০২৬, সোমবার।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রত্যেক ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে শুরু করে ভোট শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ ড্রাই ডে পালন করতে হবে। এ সময় কোনো হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্লাব, মদের দোকান বা অন্য কোনো স্থানে মদ বিক্রি, সরবরাহ বা পরিবেশন করা যাবে না। গণনার দিন ৪ মে ২০২৬-ও পুরোপুরি ড্রাই ডে থাকবে।

প্রতিনিধিত্ব অধিকার আইন ১৯৫১-এর ধারা ১৩৫সি অনুসারে, ভোটগ্রহণ এলাকায় কোনো মাদকদ্রব্য বা নেশাজাতীয় পদার্থ বিক্রি, বিতরণ বা সরবরাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্যক্তিগত স্তরে মদের মজুতও সীমিত রাখতে হবে এবং আনলাইসেন্সড জায়গায় মদ রাখার বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হলো নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও মাদকমুক্ত রাখা। এতে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে পালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে এই নির্দেশ কঠোরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়িতে নারীশক্তির জয়জয়কার ৮৫টি বুথ সামলালেন শুধুমাত্র মহিলা ভোটকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গণতন্ত্রের উৎসবে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নকে আরও সুদৃঢ় করতে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তর, নির্বাচন শাখা, থেকে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, ২৬-শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ২৩ এপ্রিলের নির্বাচনে মোট ৮৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা পোলিং স্টেশনকে 'অল ফিমেল পোলিং স্টেশন' বা মহিলা বুথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যেসবের পুরো দায়িত্ব ছিলো নারীদের হাতে। এই বিশেষ বুথগুলোর বিশেষত্ব হলো, প্রিসাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোলিং অফিসার;অর্থাৎ ভোট পরিচালনার সম্পূর্ণ টিমটিই মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয় । নারী ভোটাররা যাতে আরও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এবং নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। শিলিগুড়িতে মহিলা পরিচালিত প্রধান ভোটকেন্দ্রগুলো একনজরেপ্রশাসনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, শিলিগুড়ির বেশ কিছু নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মহিলা বুথগুলো তৈরি করা হয়মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল --৭টি বুথ,শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল ও বয়েজ হাইস্কুল,

দেশবন্ধু হাইস্কুল ও ব্রাইট অ্যাকাডেমি,নীলনলিনী বিদ্যামন্দির ও ভারতী হিন্দি বিদ্যালয়,শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠ,জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল এবং নেতাজি হাইস্কুল। মূলত শহর ও সংলগ্ন এলাকার প্রধান স্কুলগুলোতে এই ভোট গ্রহণের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয় যাতে ভোটকর্মীদের যাতায়াত ও নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত থাকে।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে শিলিগুড়ির সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয় ।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

শান্তির ভোট

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো ভোট। এই ভোটই নাগরিকের কণ্ঠস্বর, এই ভোটই ভবিষ্যৎ গড়ার হাতিয়ার। কিন্তু সেই পবিত্র প্রক্রিয়া তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। উত্তেজনা, সংঘাত কিংবা ভয়ের আবহে দেওয়া ভোট কখনও প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিফলন হতে পারে না। প্রথম দফার ভোট কিন্তু বেশ সুন্দর অর্থ বহন করছে যা ঐতিহাসিক। ৯২ শতাংশ মানুষ ১৫২টি আসনে ভোট দিয়েছেন এবং ভোট হয়েছে শান্তিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচন মানেই এক ধরনের চাপা উৎকণ্ঠা; কোথাও অশান্তির আশঙ্কা, কোথাও বা সংঘর্ষের খবর হয়ে আসছিলো। অথচ নির্বাচন হওয়া উচিত উৎসবের মতো, যেখানে মতের ভিন্নতা থাকবে, কিন্তু মনুষ্যত্বে কোনো বিভাজন থাকবে না। রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হতে পারে, কিন্তু সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতি সবার ঊর্ধ্বে।

প্রশাসনের দায়িত্ব সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা, কিন্তু তার পাশাপাশি রাজনৈতিক দল ও সাধারণ ভোটারদেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। উসকানি নয়, সহনশীলতাই হোক পথপ্রদর্শক। মনে রাখতে হবে, ভোটের ফলাফল সাময়িক;কিন্তু সমাজের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী।

আজকের দিনে প্রয়োজন সচেতনতা ও সংযম। প্রত্যেক ভোটার যেন নির্ভয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারেন, সেটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। কারণ শান্তির মধ্যেই গণতন্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। প্রথম দফার মতোই দ্বিতীয় দফার ভোটও তেমনই ইতিহাস তৈরি করুক। দ্বিতীয় দফার ভোটেও বেশি বেশি সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহন করুক এবং তা হোক শান্তিপুর্ণ।

শেষ কথা একটাই;ভোট হোক নির্ভয়ে, আর জয় হোক শান্তির।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

মানুষের সেবায় নিয়োজিত সুজিত ঘোষের উদ্যোগে বার্ষিক কালীপূজা ও প্রসাদ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় নিজ বাসভবন, মনসা ভবন থেকে সুজিত ঘোষ ওরফে বাপির নেতৃত্বে ঘোষ পরিবার আয়োজিত বার্ষিক কালীপূজা অনুষ্ঠিত হলো নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে ।গত ১৮ই এপ্রিল ২০২৬,শনিবার যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে পরিবারের সদস্যরা সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

১৯শে এপ্রিল ২০২৬ সন্ধ্যা ৬টা থেকেমপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয় ।অনেক রাত পর্যন্ত বহু মানুষের মধ্যে এই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত থেকে প্রসাদ গ্রহণের জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি শুধু এই পূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। তিনি সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। পূজা-পার্বণ, প্রসাদ বিতরণসহ নানা সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং তাদের আনন্দ-অংশীদার হন। তাঁর এই নিরলস সেবাধর্মী কাজ স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে।তিনি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতিরও সাধারণ সম্পাদক।

ঘোষ পরিবারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে যারা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন এবং প্রসাদ বিতরণের অনুষ্ঠানে সামিল হয়ে আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি ।

সিটিজেন পার্কে সুর-নৃত্যে মুখর বর্ষবরণ, ফুলেশ্বরী নন্দিনীর বর্ণিল আয়োজন

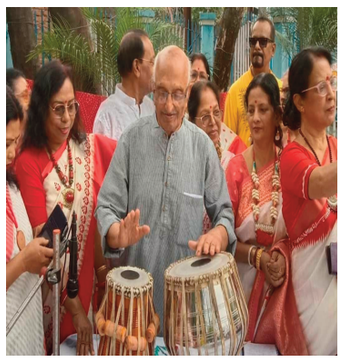

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লীর সিটিজেন পার্কে এক মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে ফুলেশ্বরী নন্দিনীর বিশেষ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সাজানো এই আয়োজনের সূচনা হয় মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে, যা প্রভাতী অনুষ্ঠানের আবহকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংগঠনের শিল্পীদের কণ্ঠে শোনা যায় উদ্বোধনী সংগীত। এরপর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য সুহাস বসু। সভাপতির বক্তব্যে অনন্যা ভাদুড়ী ফুলেশ্বরী নন্দিনীর নানাবিধ সৃজনশীল উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন।

এরপর শুরু হয় মূল সাংস্কৃতিক পর্ব, যেখানে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও নাটকের এক বর্ণময় উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। সংগীত পরিবেশন করেন নীলরতন কাঞ্জিলাল, বুলবুল বোস, দেবস্মিতা সরকার এবং অর্চনা মিত্র। ‘সুরাঙ্গন’-এর শিল্পীরা গার্গী বসুর পরিচালনায় সমবেত সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করেন।

বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী রূপশ্রী ভট্টাচার্যের পরিবেশনায় গীতি আলেখ্য দর্শকদের মন কাড়ে, সঙ্গে ছিলেন লিপি চক্রবর্তী ও শুভজিৎ দেব। ‘বর্ণালী’ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীরাও সমবেত সংগীতে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানের আবহকে সমৃদ্ধ করেন।

নৃত্যের ছন্দে মুগ্ধতা ছড়ান ‘পদম ডান্স একাডেমি’র মোহনা সরকার, যার নির্দেশনায় ছিলেন নৃত্যশিক্ষিকা ইন্দ্রাণী সাহা। পাশাপাশি একক নৃত্যে দক্ষতা প্রদর্শন করেন দেবরশ্মী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রুতি নাটক পহেলা বৈশাখ, যেখানে অভিনয়ে অংশ নেন সুহাস বসু, জবা তরফদার ও সুদীপ চৌধুরী।

এছাড়াও বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে আয়োজিত নববর্ষের কার্ড অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সাবলীলভাবে সঞ্চালনা করেন সুদীপ চৌধুরী। সব মিলিয়ে, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে এক স্মরণীয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলো শিলিগুড়ি।

নিমবন ইকো পার্কে ‘এসো হে বৈশাখ’ঃ আনন্দে, সংস্কৃতিতে নতুন বর্ষকে স্বাগত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে গজোলডোবার কাছে অবস্থিত নিমবন ইকো পার্কে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত হলো এক মনোজ্ঞ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান; ‘এসো হে বৈশাখ’ ১৪৩৩। শিলিগুড়ি স্মাইল চ্যারিটি ওম্যান অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এক উষ্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

নাচ, গান এবং স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা বিদায় জানালেন অতীতের সব হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্লানি, আর সাদরে বরণ করে নিলেন নতুন বছর ১৪৩৩ বঙ্গাব্দকে। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল এক মিলনমেলা, যেখানে সংস্কৃতি ও সৌহার্দ্যের মেলবন্ধন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা ডঃ তপতী হালদার, শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আশিষ পাল। এছাড়াও ছিলেন বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের গণিত শিক্ষক নিমাই বাগচী এবং মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার কাবেরি চন্দ সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা, যারা উৎসাহের সঙ্গে এই আয়োজনে অংশ নেন।

‘স্মাইল চ্যারিটি’-র সদস্যরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি অতিথিদের জন্য সামান্য মিষ্টিমুখের আয়োজন করেন, যা অনুষ্ঠানে এক আন্তরিকতার ছোঁয়া যোগ করে। প্রকৃতির কোলে বসে এই আয়োজন যেন নববর্ষকে আরও অর্থবহ ও স্মরণীয় করে তোলে।

অনুষ্ঠানের সূচনায় সংস্থার কর্ণধার সঙ্গীতা বসুর স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নববর্ষ বরণের পর্ব। মঙ্গল ঘট স্থাপন, শঙ্খধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দকে। এরপর একে একে পরিবেশিত হয় নৃত্য, একক ও সমবেত সংগীত এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ, যা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

শেষে সঙ্গীতা বসু এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির এই মিলিত আবহে ‘এসো হে বৈশাখ’ অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় আয়োজন।

মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ভোকেশনাল ট্রেনিং কিশোরী ও মহিলাদের স্বনির্ভরতার পথে উজ্জ্বল যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির লার্নিং সেন্টারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় উদ্যোগ হলো কিশোরী ও মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন গড়ে তোলার লক্ষ্যে চালু করা ভোকেশনাল ট্রেনিং কর্মসূচি। শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যে সামাজিক রূপান্তরের মূল ভিত্তি;এই উপলব্ধি থেকেই গত চার মাস ধরে প্রায় ৩০ জন কিশোরী ও মহিলাকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিছু হাতের কাজ শেখানো নয়, বরং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা, আয়বর্ধক দক্ষতা তৈরি করা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বনির্ভর জীবনের সুনিশ্চিত ভিত্তি গড়ে তোলা। গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায় বহু নারী প্রতিভা লুকিয়ে থাকলেও সুযোগের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়েন। মরীচিকার এই উদ্যোগ সেই সুযোগ সৃষ্টির এক সুন্দর ও বাস্তবসম্মত প্রয়াস।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, কারুশিল্প ও উৎপাদনমূলক দক্ষতায় পারদর্শী হয়ে উঠছেন। এই দক্ষতাগুলো শুধু ব্যক্তিগত সক্ষমতা বাড়াচ্ছে না, ভবিষ্যতে তাদের জন্য নতুন আয়ের দুয়ারও খুলে দিচ্ছে। অর্থাৎ, এটি কেবল একটি প্রশিক্ষণ কোর্স নয়;এটি একটি সম্ভাব্য জীবিকা নির্মাণের শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

এই সফল উদ্যোগের পেছনে বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার অমৃতা প্রশিক্ষণ সেন্টারের কর্ণধার কনিকা ঘোষ। তাঁর নিরলস পরিশ্রম, আন্তরিকতা, নিয়মিত তত্ত্বাবধান এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরো কর্মসূচিকে সফল করে তুলেছে। সমাজ পরিবর্তনের কাজ কেবল পরিকল্পনায় হয় না, তার জন্য প্রয়োজন হয় অসীম নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র। কনিকা ঘোষ সেই দায়িত্ব অত্যন্ত সুনিপুণভাবে পালন করে চলেছেন।

এই প্রশিক্ষণ শুধু দক্ষতা বিকাশেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের ইতিবাচক মনোভাবও জাগিয়ে তুলছে। একজন নারী যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হন, তখন তার ইতিবাচক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পুরো পরিবার, সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সামগ্রিক সমাজ উন্নয়নে। তাই এই উদ্যোগকে শুধু নারী উন্নয়ন নয়, বরং এক বৃহত্তর সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়।

মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই ভোকেশনাল ট্রেনিং মডেলকে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত করা গেলে অনেক প্রান্তিক নারী ও কিশোরীর জীবনে নতুন আলো জ্বলে উঠবে। এজন্য প্রয়োজন আরও উন্নত পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, বিপণন ব্যবস্থা এবং আর্থিক সহায়তা, যাতে প্রশিক্ষিতরা সরাসরি উৎপাদন ও বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠতে পারেন।

স্বপ্ন তখনই সত্যি হয় যখন তা মানুষের হাত ধরে এগিয়ে চলে। মরীচিকার এই উদ্যোগ সেই সত্যেরই উজ্জ্বল প্রমাণ;যেখানে প্রশিক্ষণ শুধু দক্ষতা নয়, বরং আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা ও স্বনির্ভর ভবিষ্যতের পথে এক অবিরাম যাত্রা। এই যাত্রা আরও অনেক মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করে।

প্রবাসে থেকেও শিকড়ের টান ঃ বেঙ্গালুরুর দাশগুপ্ত পরিবারের পয়লা বৈশাখ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পয়লা বৈশাখ মানেই বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য আর নতুন করে শুরু করার আনন্দ। সেই অনুভূতিকেই হৃদয়ে ধারণ করে, বেঙ্গালুরুতে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালি দাশগুপ্ত পরিবার এ বছর এক অনন্য উপায়ে তুলে ধরলেন তাঁদের নববর্ষ উদযাপন। দূরে থেকেও তাঁরা ভুলে যাননি বাংলার সংস্কৃতি, বরং নাটক, সঙ্গীত, কবিতা আর পারিবারিক মিলনমেলার মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তাঁদের শিকড়ের টান।

এই বিশেষ উদ্যোগে সামনে এসেছেন কৌশিক দাশগুপ্ত, তাঁর স্ত্রী ডঃ শীলা দাশগুপ্ত, পুত্র সাই ডঃ কৌস্তভ দাশগুপ্ত এবং ডঃ কুশল দাশগুপ্ত। তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে তৈরি হয়েছে এক হৃদয়ছোঁয়া ভিডিও, যেখানে ধরা পড়েছে বাঙালির সংস্কৃতি, ভালোবাসা আর একসঙ্গে থাকার আনন্দ। পরিবারের আন্তরিক কথোপকথন, সুরেলা গান, আবৃত্তি এবং একসঙ্গে বসে কাটানো মুহূর্ত; সব মিলিয়ে এই আয়োজন যেন এক টুকরো বাংলা, যা ভৌগোলিক দূরত্বকেও হার মানায়।

প্রবাসে থাকলেও বাংলার প্রতি তাঁদের টান যে কত গভীর, তা স্পষ্ট এই উদ্যোগে। বরং বাংলার বাইরে থেকেই তাঁরা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার গুরুত্ব। যেখানে আজকের দিনে বাংলার ভেতরেই অনেক সময় পরনিন্দা, পরচর্চা আর পরশ্রীকাতরতার চর্চা দেখা যায়, সেখানে দাশগুপ্ত পরিবারের এই ইতিবাচক ও সৃজনশীল প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিলিগুড়ির স্মৃতি ও শিকড়ের বন্ধন। যদিও বর্তমানে তাঁরা সেখানে বসবাস করেন না, তবুও তাঁদের মন পড়ে থাকে সেই প্রিয় শহরে, মাতৃভূমির টানে।

পয়লা বৈশাখের দিন দাশগুপ্ত পরিবার তাঁদের এই সৃজনশীল কাজের নমুনা পাঠিয়েছে ‘খবরের ঘন্টা’-র কাছে। তাঁদের এই উদ্যোগ শুধু একটি উদযাপন নয়, বরং এক আবেগ; যা মনে করিয়ে দেয়, উৎসবের রূপ বদলাতে পারে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ভালোবাসা, মূল্যবোধ আর সংস্কৃতি চিরন্তন।

দাশগুপ্ত পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে জানানো হয়েছে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ভোটের আবহে নীরবে মানবপাচার বিরোধী লড়াই, প্রশংসা কুড়োচ্ছে বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চারদিকে এখন নির্বাচনমুখী পরিবেশ। পাঁচতারা হোটেল থেকে শুরু করে ফুটপাতের চায়ের দোকান;সব জায়গাতেই চলছে ভোটকেন্দ্রিক আলোচনা, মতবিনিময় ও তর্ক-বিতর্ক। তবে এই ব্যস্ততার মাঝেও থেমে নেই সমাজসেবার কাজ। বরং পরিস্থিতি যেমনই হোক, মানবিক দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ায় অবস্থিত 'বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশন'।

সংস্থার মতে, নির্বাচনের আবহ থাকলেও অপরাধ থেমে থাকে না, অসুস্থতাও থেমে থাকে না। এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই তারা নিয়মিতভাবে মানব পাচার বিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি ও বিনামূল্যের মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করে চলেছেন।

উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের কাছে চা বাগান এলাকাগুলি মানব পাচারের একটি সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। কর্মসংস্থানের অভাব এবং তথ্যপ্রবাহ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকার মানুষ সহজেই পাচারকারীদের ফাঁদে পড়ে যান। বর্তমানে শহরাঞ্চলেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, এমনকি শিলিগুড়িতেও এর নজির রয়েছে। তবুও পরিসংখ্যান বলছে, গ্রাম ও চা বাগানেই এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

গত ২১ এপ্রিল ২০২৬, শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরের শিমুলবাড়ি চা বাগানে সংস্থাটি একটি মানব পাচার সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রায় ৬০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সচেতনতা ছড়ানো হয়। উল্লেখ যোগ্যভাবে, প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা, যা সাদ্রী ভাষায় তৈরি;স্থানীয় মানুষের কাছে বার্তাটি আরও সহজভাবে পৌঁছে দিতে।

গত আট বছর ছয় মাসে সংস্থাটি প্রায় ১৭০টি স্থানে এমন সচেতনতা কর্মসূচি করেছে। এর মধ্যে অন্তত ১০০টি জায়গার মানুষ জানিয়েছেন, তাদের এলাকাতেও মানব পাচারের ঘটনা ঘটেছে। শিমুলবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দারাও জানিয়েছেন, তাদের পরিচিত অন্তত ছয়জন ব্যক্তি কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। এই তথ্যই সমস্যার গভীরতা স্পষ্ট করে।

মানব পাচার সচেতনতার পাশাপাশি সংস্থাটি নিয়মিতভাবে আরও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে 'গুড টাচ-ব্যাড টাচ', মদ্যপানের ক্ষতিকর প্রভাব, শিক্ষার গুরুত্ব, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং নারীস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা। প্রতি মাসে চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকায় এই পাঁচটি বিষয়ে অন্তত ১২টি করে কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি প্রতি মাসে অন্তত চারটি বিনামূল্যের চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

গত সাড়ে আট বছরে মোট প্রায় ৪০০টি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে, যার মধ্যে ২০০টিরও বেশি হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রাম ও চা বাগান এলাকায়। এছাড়া প্রতি শীতকালে প্রায় ৪০০টি কম্বল বিতরণ করা হয় অসহায় মানুষদের মধ্যে।

সংস্থার বিশ্বাস, মানুষের সহযোগিতা, শুভেচ্ছা এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ সঙ্গে থাকলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে মানবকল্যাণের কাজ করা সম্ভব হবে। ভোটের কোলাহলের মধ্যেও তাদের এই নীরব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 4

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)